ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৯০১

আগরতলা,২১ নভেম্বর,২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

আজ ২১ নভেম্বর, ২০২৪ প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় "কেলেঙ্কারির নাম অ্যাস্ট্রোটার্ফ'' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের নজরে এসেছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, সংবাদটি সঠিক এবং তথ্যভিত্তিক নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ৭টি অ্যাস্ট্রোটার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরি করা হয়েছে এবং আরও ২টির কাজ চলছে। এই অ্যাস্ট্রোটার্ফ মাঠগুলিতে ফুটবল প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এই মাঠগুলি ভারত সরকারের খেলো ইন্ডিয়া ও আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফার নিয়মাবলী মেনে তৈরি করা হয়েছে এবং ফিফা মাঠগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর শংসাপত্র প্রদান করেছে। তাছাড়া সাই (SAI) থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে মাঠগুলির নির্মাণের সময় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। সুতরাং গুনগতমান নিয়ে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তা সঠিক নয়। মাঠগুলি গুণগতমান বজায় রেখে তৈরি করা হয়েছে।

তাছাড়াও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর থেকে আরও জানানো হয়েছে, কোনও পরিকাঠামো তৈরি করতে হলে ইঞ্জিনিয়ারিং এজেন্সিগুলির সাহায্য নিতে হয় যেহেতু যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ নেই। এই মাঠগুলি তৈরির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে মণিপুর শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (Manipur Industrial Development Corporation Ltd.) যাহা মণিপুর রাজ্য সরকারের অধীনস্ত একটি সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছিল সেহেতু ঐ সংস্থার এই প্রকৃতির ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরির অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া ঐ সংস্থা উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে অনুরূপ মাঠ বা ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরি করেছে এবং করছে।

বেশি পরিমাণ ফুটবল প্রতিযোগিতা বা প্রশিক্ষণের জন্য অ্যাস্ট্রোটার্ফ মাঠই আদর্শ কারণ এতে একটি খেলা শেষ হলে আরেকটি খেলা আয়োজন করতে খুব একটা পরিচর্যার প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু প্রাকৃতিক ঘাসের মাঠে একটি ম্যাচ খেলার পর বেশ কিছুদিন সময় দিতে হয় পরিচর্যা করার জন্য যাহাতে পরবর্তী ম্যাচ খেলার জন্য মাঠটি তৈরি করা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের মত বৃষ্টি প্রধান রাজ্যে প্রাকৃতিক মাঠ বজায় রাখা প্রায় কঠিন কাজ। অ্যাস্ট্রোটার্ফ মাঠে বছরে ৩০০০ ঘন্টা খেলা যায় কোনও বিশ্রাম না দিয়ে; কিন্তু প্রাকৃতিক খাসের মাঠে বছরে ৮২০ ঘন্টা খেলা যায় বিশ্রাম দিয়ে। সুতরাং ত্রিপুরার মত রাজ্যে অ্যাস্ট্রোটার্ফ মাঠই বেশি প্রয়োজনীয় ফুটবল খেলার জন্য। আমরা যদি তুলনা করি উত্তর পূর্বের অন্যান্য রাজ্যগুলির সাথে তাহলে দেখা যায় ত্রিপুরা থেকে অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাস্ট্রোটার্ফ ফুটবল মাঠ রয়েছে ঐ রাজ্যগুলিতে যেখানে নিয়মিত ফুটবল খেলা হয়। এছাড়া ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অ্যাস্ট্রোটার্ফ ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত করে থাকে।

সম্প্রতি সন্তোষ ট্রফির গ্রুপ লিগের খেলায় মণিপুর, মিজোরাম, সিকিমের মত রাজ্যগুলি উমাকান্ত অ্যাস্ট্রোটার্ফ মাঠ নিয়ে প্রশংসা করেছে এবং ঐ রাজ্যগুলি আসন্ন আই লিগে উমাকান্ত মাঠকে তাদের হোম গ্রাউন্ড হিসাবে ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। রাজ্য সরকার যে শুধুমাত্র অ্যাস্ট্রোটার্ফ ফুটবল মাঠ নিয়ে আগ্রহী তা নয় ভবিষ্যতে বেশ কিছু প্রাকৃতিক ঘাসের মাঠ তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

*****